গাংনীতে উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী পরিবারের মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনীতে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের ২০% বাড়িভাড়া ও ১,৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতার দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী উপজেলা শিক্ষা পরিবারের আয়োজনে আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় গাংনী প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি, গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক বেদারুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে এবং কলেজ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবু সায়েম পল্টু ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলুর যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের সভাপতি ও গাংনী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন তেরাইল ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জিনারুল ইসলাম, হাড়াভাঙ্গা ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক, কলেজ শিক্ষক সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক মকলেচুর রহমান, কলেজ শিক্ষক সমিতির সদস্য আমিরুল ইসলাম, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সৈয়দ জাকির হোসেন, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির জেলা শাখার সম্পাদক আল হেলাল, মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি জামাল হোসেন, কাজিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কামাল হোসেন, ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসানুজ্জামান, গাড়াডোব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দিলরুবা খাতুন, ডিজেএমসি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলামসহ গাংনী উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন করমদি ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক কামাল হোসেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের উপজেলা সভাপতি অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন বলেন, আমরা শিক্ষকরা শ্রেণিকক্ষে থাকতে চাই। আগের শিক্ষা উপদেষ্টার সুপারিশকৃত ২০%

বাড়িভাড়া ও ১,৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের আহ্বান জানাই। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আপনারা সবাই কোনো না কোনো শিক্ষকের ছাত্র, অথচ শিক্ষকদের ন্যায্য দাবির ব্যাপারে কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ নেন না। বরং শিক্ষকরা যাতে কোনো সুবিধা না পায়, সেজন্য নানা বাধা সৃষ্টি করা হয় যা শিক্ষক সমাজের জন্য লজ্জাজনক।

তিনি আরও বলেন, অনতিবিলম্বে শিক্ষক সমাজের দাবির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে ন্যায্য দাবির প্রজ্ঞাপন জারি করার আহ্বান জানাচ্ছি। দাবিগুলো না মানা হলে আগামীকাল ঢাকায় বৃহত্তর সমাবেশের মাধ্যমে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

তিনি শেষে ৫০০ টাকার বাড়িভাড়া সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন বাতিল করে শিক্ষকদের দাবিকৃত ২০% বাড়িভাড়া ও ১,৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা প্রদানের প্রজ্ঞাপন জারির দাবি জানান।

গাংনীতে নানা দাবিতে শিক্ষকদের মানববন্ধন ও সমাবেশ

বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষকদের বাড়িভাড়ার নামে ৫০০ টাকার ন্যাক্কারজনক ও দূরভিসন্ধিমূলক প্রজ্ঞাপন বাতিলের দাবিতে মেহেরপুরের গাংনীতে মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বেলা ১১টার সময় মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সামনে এই মানববন্ধনের আয়োজন করে বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক পরিষদ ফেডারেশন, গাংনী উপজেলা শাখা।

বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক পরিষদ ফেডারেশন গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি ও সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের সভাপতি আবুল হাসেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন মাধ্যমিক শিক্ষক পরিষদের গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি মোমিনুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক হাসানুজ্জামান খান, পৌর শাখার সভাপতি আজিজুল হক, বামন্দী

নিশিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ সাজ্জাদুল আলম স্বপন, গাংনী সিনিয়র আলিম মাদ্রাসার ভাইস-প্রিন্সিপাল শফিকুল ইসলাম এবং হোগলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম প্রমুখ।

মানববন্ধনে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সমান শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে কাজ করলেও সরকারি শিক্ষকরা নানা সুবিধা ভোগ করে আসছেন। তাদের সঙ্গে আমাদের বিরাট বৈষম্য রয়েছে। সরকার বাড়িভাড়া বাবদ মাত্র ৫০০ টাকা বরাদ্দ দিয়ে আমাদের সঙ্গে তামাশা করেছে। অবিলম্বে এটি বাতিল করে ন্যূনতম ২০,০০০ টাকা বরাদ্দ না দিলে শিক্ষকদের অধিকার আদায়ে আমরা মাঠে নামব।

মেহেরপুরে বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত

বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও বর্ণাঢ্য র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার সকালে জেলা প্রশাসন ও জেলা শিক্ষা অফিসের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ তরিকুল ইসলাম। সভা সঞ্চালনা করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও একাডেমিক সুপারভাইজার আনোয়ার হোসেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুর রহিম।

এ বছরের প্রতিপাদ্য ছিল “শিক্ষকতা পেশা: মিলিত প্রচেষ্টায় দীপ্ত।”প্রতিপাদ্যকে কেন্দ্র করে আলোচনায় অংশ নেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) প্রদীপ চন্দ্র শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর আব্দুল্লাহ আল আমিন, আমঝুপি আলিম

মাদ্রাসার সুপার মাহবুবুল আলম, আহমদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের অধ্যক্ষ শাহী উদ্দিন, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার তৌহিদুল ইসলাম, কামদেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইসরাইল হোসেন, সহকারী শিক্ষক দিলরুবা পারভিন, এবং মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রকৌশলী মোহাম্মদ শফিউদ্দিন প্রমুখ।

আলোচনা শেষে জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের মধ্যে শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করা হয়।
উপহারপ্রাপ্তদের মধ্যে ছিলেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নজরুল কবীর, মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের চিফ ইনস্ট্রাক্টর প্রকৌশলী শফিউদ্দিন, মুজিবনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রশিক্ষক টিপু সুলতান, আমঝুপি মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ফয়জুল কবীর, আমঝুপি আলিম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাহবুব-উল আলম, সহকারী শিক্ষক দিলরুবা পারভীন, মানিকনগর ডি.এস. আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসার শিক্ষক শামীমা আক্তার, ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমিনুর রহমান, এবং ইছাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জিমিনি খাতুন।

এর আগে সকালে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ তরিকুল ইসলামের নেতৃত্বে র্যালিটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে শেষ হয়।

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য সুখবর দিলেন শিক্ষা উপদেষ্টা

বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি এবং আর্থিক প্রনোদনা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার।

আজ রবিবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিশ্ব শিক্ষক দিবস

উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি। ‘শিক্ষকতা পেশা: মিলিত প্রচেষ্টার দীপ্তি’ শীর্ষক এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপদেষ্টা।

তিনি বলেন, ‘এনটিআরসিএর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান প্রধান, অধ্যক্ষ নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এটি অচিরেই বাস্তবায়ন হবে। বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি এবং আর্থিক প্রনোদনা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।’

নির্ভুলভাবে পাঠ্যবই ছাপাতে এনসিটিবির সাথে কাজ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা উপদেষ্টা।

এসএসসি পরীক্ষায় আগের মতো অতিরঞ্জিত নম্বর দেওয়া হবে না জানিয়ে তিনি বলেন, এসএসসি পরীক্ষায় অতিরঞ্জিত নম্বর দেওয়া বন্ধ হয়েছে। ভবিষ্যতেও এটি অব্যাহত থাকবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার, ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ, কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম এবং ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের প্রধান হলেন মিসেস সুজান ভাইজ।

মুজিবনগরের বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করলেন শিক্ষক নেতা জাকির হোসেন

মেহেরপুরের মুজিবনগরের বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন শিক্ষক ঐক্য জোটের মহাসচিব ও মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সাবেক সদস্য জাকির হোসেন। গতকাল শুক্রবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেন তিনি।

এ সময় তিনি সার্বিক দিক নিয়ে আলোচনা করে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন। জাকির হোসেন বলেন,“আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্নে পালনে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত রয়েছে

মেহেরপুর জেলা বিএনপি। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশনা বাস্তবায়নে আমরা কাজ করছি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখা আমাদের অঙ্গীকার।”

মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর, বাবুপুর, মহাজনপুর, রতনপুর, বল্লভপুর, দারিয়াপুর ও মোনাখালীসহ বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ তিনি পরিদর্শন করেন।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি ধীরেন বাবু, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠা কালীন সাবেক অধ্যক্ষ ড, গাজিউর রহমান, জেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি ইসরাইল হোসেন, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আসাদুল হক, জেলা নবীনদল সভাপতি আনোয়ার শেখ, সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হাসান সোহাগসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে তিনি পথচারী, ব্যবসায়ী ও সর্বস্তরের মানুষের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

মেহেরপুরের নতুন দরবেশপুর স্কুল মাঠে পানি জমে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী ইউনিয়নের নতুন দরবেশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে বৃষ্টির পানি জমে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

এলাকাবাসীর একমাত্র খেলার মাঠটি এই বিদ্যালয়ের মাঠ হওয়ায় স্কুল শেষে গ্রামের শিশুরা এখানেই খেলাধুলা করে থাকে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সঠিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় সামান্য বৃষ্টিতেই মাঠে হাঁটু পর্যন্ত পানি জমে যায়।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জানান, প্রতিদিন সকালে বাচ্চাদের ক্লাসে নেওয়া ও ছুটির সময় বের হওয়া দুটোই এখন কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মাঠজুড়ে পানি জমে থাকায় পায়ে কাদা লেগে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করছে। এতে পড়াশোনার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে এবং রোগজীবাণু ছড়ানোর ঝুঁকি বাড়ছে।

এলাকার অভিভাবক ও স্থানীয়রা জানান, নতুন দরবেশপুরে খেলার জন্য এ মাঠটি ছাড়া আর কোনো উন্মুক্ত স্থান নেই। বাচ্চারা খেলতে না পারায় তারা হতাশ হয়ে পড়ছে।

স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী খন্দকার ওভি (১০) বলেন, সকালে আমরা স্কুলে আসি আর বিকেল ৪টায় ছুটি হয়। এর মাঝে টিফিন থাকে। খেলার মাঠ ভালো থাকলে তোমরা খেলা করতে পারতাম, কিন্তু এখন আর পারছি না। যাতায়াতের সময়ও পানির ভেতর দিয়ে আসা-যাওয়া করতে হয়। এর ফলে আমার অনেক সহপাঠী অসুস্থ হয়ে পড়ছে। তারা ক্লাসে উপস্থিত হতে পারছে না। আমাদের এই সমস্যার দ্রুত সমাধান চাই।

ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোছা: খাইরুন নেছা বলেন, আমি দীর্ঘদিন ধরে নতুন দরবেশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত আছি। প্রতি বর্ষাকালে সামান্য বৃষ্টিতেই বিদ্যালয়ের মাঠ ও প্রাঙ্গণে হাঁটু পর্যন্ত পানি জমে যায়। ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সবাই চরম ভোগান্তিতে পড়ে।

আমরা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে সমস্যার সমাধানে যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করে আসছি। উপরমহল থেকেও আমাদের জানানো হয়েছে যে খুব শীঘ্রই এ সমস্যার সমাধান হবে। তবুও আমরা দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রতি জোর অনুরোধ জানাচ্ছি।

এ বিষয়ে এলাকাবাসী ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, দ্রুত মাঠের পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ও মেরামত করা জরুরি। সময়মতো পদক্ষেপ নেওয়া না হলে মাঠটি সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়বে।
উপজেলা প্রশাসন, স্থানীয় সরকার এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সমন্বিত উদ্যোগে মাঠের পানি নিষ্কাশন ও সংস্কারকাজ দ্রুত শুরু করলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও এলাকার শিশু-কিশোরদের বড় একটি সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে।

লেখক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী এবং রাজনীতিবিদ বদরুদ্দীন উমর আর নেই

লেখক, গবেষক, ইতিহাসবিদ, বুদ্ধিজীবী এবং প্রবীণ রাজনীতিক বদরুদ্দীন উমর মারা গেছেন।

আজ রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টা ৫ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ফয়জুল হাকিম লালা রাইজিংবিডিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, ‘‘আজ অসুস্থ অবস্থায় বাসা থেকে বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে আনার পর সকালে তিনি মারা গেছেন। বিস্তারিত আমরা পরে জানাতে পারব।’’

বদরুদ্দীন উমর ১৯৩১ সালে ২০ ডিসেম্বর ভারতের বর্ধমানে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা আবুল হাশিম ছিলেন বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক। পণ্ডিত পিতার সাহচর্য পেয়েছেন বদরুদ্দীন উমর। তার পরিবার ও বংশের সদস্যরা কমবেশি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন।বিশেষত, কমিউনিস্ট পার্টিতে তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন অনেকে। জ্ঞানেগুণে সুবিস্তৃত ছিল তার পরিবার। মেধা মনন প্রজ্ঞার সঙ্গে তৈরি হয় উন্নত রুচিবোধ।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাস করার আগেই ১৯৫৪ সালে দর্শন বিভাগে অস্থায়ীভাবে শিক্ষক হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৯৫৫ সালে এমএ পাস করার পরের বছর চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে এবং ১৯৫৭ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬১ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন, রাজনীতি ও অর্থনীতি এই তিন বিষয়ে অনার্স ডিগ্ৰী অর্জন করেন। ১৯৬৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন তিনি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগেরও তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা।

ষাটের দশকে প্রকাশিত তার তিনটি বই সাম্প্রদায়িকতা (১৯৬৬),

সংস্কৃতির সংকট (১৯৬৭) ও সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা (১৯৬৯) তত্ত্বকালে বাঙালী জাতীয়তাবাদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সময় পাকিস্তান সরকারের সাথে তার বিরোধ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এবং তিনি নিজেই ১৯৬৮ সালে অধ্যাপনার কাজে ইস্তফা দিয়ে সরাসরি রাজনীতি ও সার্বক্ষণিক লেখালেখিতে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

এই বুদ্ধিজীবী জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন বাংলা ও বাঙালি সমাজ চিন্তা নিয়ে। সমৃদ্ধ পরিবারিক রাজনৈতিক আবহে এবং দীর্ঘ পঠন-পাঠন থেকে ধীরে ধীরে তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক, ইতিহাসবিদ, বুদ্ধিজীবী হিসেব আত্মপ্রকাশ করেন। এ ছাড়া বদরউদ্দিন উমর বাংলাদেশের একজন শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা হয়ে ওঠেন।

বদরুদ্দীন উমর বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, আদমজী সাহিত্য পুরস্কার, ইতিহাস কাউন্সিল ও ফিলিপ্স পুরস্কার গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

দশর্না মেমনগর বিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের কর্মবিরতি

দশর্না মেমনগর বিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এ্যাডহক কমিটির দুইজনকে না জানিয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ায় শিক্ষকগণ কর্মবিরতি পালন করছেন। গতকাল গোপনে এ্যাডহক কমিটির আহ্বায়ক প্রভাষক মশিউর রহমান ও ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ইকরামুল হক গোপনে ঐ শিক্ষককে নিয়োগ দেয়।

এ বিষয়ে অভিভাবক প্রতিনিধি লুৎফর রহমান ও শিক্ষক প্রতিনিধি আবুল কাশেম মিল্টনকে না জানিয়ে এ ধরণের নিয়োগ দেওয়া হয়। ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ক্লাস বন্ধ রেখে কর্মবিরতি পালন করেন। শিক্ষকরা বলেন, এ্যাডক কমিটির নিয়োগ প্রদান করার কোনো একতিয়ার নেই। এছাড়া পূণার্ঙ্গ কমিটি গঠন না হওয়া পযর্ন্ত কোনো প্রকার নিয়োগ দেওয়ার নিয়ম নেই।

В самом начале своего пути Ленин был очень беден, жил очень скромно, ходил в простой одежде, ел простую пищу, не имел никакого имущества, кроме книг, и не имел никаких денег. В 1900 году, когда Ленин был сослан в Сибирь, его мать и сестры собрали для него деньги, чтобы он мог купить себе одежду и обувь. Ленин был очень благодарен им за это. Он писал им письма, в которых выражал свою признательность.

Ленин отказался от своего имущества

В 1900 году Ленин был сослан в Сибирь. Перед отъездом он написал “Акт отказа от имущества”, в котором заявил, что отказывается от всего своего имущества в пользу своей семьи. Ленин сделал это, потому что не хотел, чтобы его имущество было конфисковано царским правительством. Он также хотел, чтобы его семья могла жить на эти деньги.

Ленин, будучи сосланным в Сибирь, жил очень скромно. Он снимал комнату у крестьянской семьи и питался простой пищей. Он также занимался литературной работой. Ленин написал несколько книг и статей, которые были опубликованы в России и за границей.

Ленин был очень благодарен своей семье за то, что они собрали для него деньги на одежду и обувь. Он писал им письма, в которых выражал свою признательность. Ленин также просил своих родных не беспокоиться о нем и не посылать ему больше денег.

কিন্তু তিনি শুধুমাত্র প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পাওয়ার লক্ষ্য নিয়েই একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের নেতাদের সুপারিশ নিয়ে ডেপুটেশন নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। দায়িত্ব না পেয়ে তিনি বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক একজন নারী হয়েও তাঁকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানা কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন যা চাকরিবিধি ও শিষ্টাচারবহির্ভুত। এবং তিনি সরাসরি একটি রাজনৈতিক দলের অনুসারি বলে নিজেকে বিভিন্ন স্থানে পরিচয় দিয়ে থাকেন। এ ধরণের একজন শিক্ষকের কাছে থেকে শিক্ষার্থীরা কি শিক্ষা গ্রহণ করবেন সে নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে সমালোচনা শুরু হয়েছে এবং শিক্ষক সমাজকে অন্যভাবে দেখানোর চেষ্টা করাচ্ছেন ওই শিক্ষক।

তদন্ত কমিটির প্রধান মুজিবনগর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোহা. হাফিজুর রহমান বলেন, এ সপ্তাহেই নতুন করে করে তদন্তের জন্য চিঠি ইস্যূ করা হবে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ রুহুল আমিন বলেন, এ সপ্তাহের রবিবারেই আমি তদন্তকর্মকর্তাকে তাগাদা দেবো যাতে দ্রুত তদন্ত শেষ করে প্রতিবেদন জমা দেন।

মেহেরপুরে সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মানববন্ধন

এন্ট্রি পদ নবম গ্রেড ধরে চারস্তরীয় একাডেমিক পদ সোপানের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

আজ বুধবার দুপুরে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন থেকে এ দাবি উত্থাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক সেকেন্দার আলীর সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য রাখেন সহকারি শিক্ষক তানিয়া মাসুদা, আবু হানিফ ও জাহাঙ্গীর আলমসহ শিক্ষকবৃন্দ। শিক্ষকরা বলেন, ১৯৭৩ সালের পর থেকেই এই আন্দোলন চলে আসছে। নানা

জটিলতা রয়েছে তবে সরকারের সদ্দিচ্ছা থাকলে দাবি বাস্তবায়ন হওয়া সম্ভব।